AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 11.07.2024 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর -

১) আড়িয়াদহের ঘটনায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখানো ভিডিও অনেক পুরনো বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দাবি করেছেন।

ভিডিও-য় দেখানো নিগৃহীত , মহিলা নন, পুরুষ বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, ওই ঘটনায় ধৃত জয়ন্ত সিং-এর শাগরেদ – লাল্টুর পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজত।

আর এক অভিযুক্ত পৃথ্বিরাজকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবে না বলে হাইকোর্টের নির্দেশ।

২) রাজ্যের চার বিধানসভার উপ-নির্বাচনে ৬৬ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ ভোট পড়েছে।

৩) লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার এক মাসেরও বেশি সময়ের পর বিরোধী দলনেতা আজ নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন।

৪) রাজ্য সরকার আবাস যোজনা প্রকল্পে বকেয়া, ৫৫ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫) জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান চলছে।

oooooooooooooooooooooooo

আড়িয়াদহের ঘটনায় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখানো ভিডিও অনেক পুরনো বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী জানিয়েছেন। মুম্বাই রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে তিনি আজ সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সাম্প্রতিক উপ-নির্বাচনে তাঁর দলের ভাবমূর্তি নষ্ট ও ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্যই ভোটের ঠিক আগে থেকেই তিন বছরের পুরনো এই ভিডিও দেখানো শুরু হয়। সেই সময় অর্জুন সিং সেখানকার সাংসদ ছিলেন।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দোপাধ্যায় ও এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা আজ বিকেলে নবান্নে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন। আলাপনবাবু বলেন তালতলা ক্লাবের যে ঘটনার ভিডিও দেখানো হচ্ছে, তা ২০২১ সালের মার্চ মাসের। ওই ঘটনায় নিগৃহীত ব্যক্তি মহিলা নন, পুরুষ। ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত জয়ন্তকে ২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন মামলায় পাঁচবার গ্রেফতার করা হয়।

(বাইট – আলাপন)

অন্যদিকে, মনোজ ভার্মা বলেছেন, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এব্যাপারে মামলা রুজু করেছে্। প্রধান অভিযুক্ত ছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে তার সাত সাগরেদকে।

oooooooooooooooooooooooo

উত্তর ২৪ পরগনার আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিং-এর আরো এক সাগরেদ প্রসেন দাস ওরফে লাল্টুকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। তাকে আজ ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হয়। স্থানীয় তালতলা

স্পোর্টিং ক্লাবের ভেতরে এক কিশোরকে বিবস্ত্র করে নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায়
পুলিশ আজই লাল্টু নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে।

এক মহিলা ও তাঁর কলেজ পড়ুয়া ছেলেকে রাস্তায় ফেলে পেটানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসার তিনদিন পর গ্রেপ্তার হয়েছিল জয়ন্ত সিং। তারপর থেকেই জয়ন্ত ও তার দলবলের কুকীর্তির একের পর এক ভিডিও সামনে আসে। এর মধ্যে ছিল ওই ক্লাবেই একজনকে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করার ভিডিও।

২০২১-এর ওই ঘটনায় আটজনকে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে ৬'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদের তিনজন- আগেই গ্রেপ্তার হওয়া জয়ন্ত ও তার দুই সঙ্গী। বাকি দু'জন পৃথ্বিরাজ মুখোপাধ্যায় ও সুমন মন্ডলকে আজ বেলঘরিয়া থানায় তলব করা হয়েছিল।

এদিকে, আড়িয়াদহের ঘটনায় পুলিশ পৃথ্বিরাজকে গ্রেফতার করতে পারবে না বলে কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। তবে, তাকে তদন্তে সবরকমভাবে সহযোগিতা করতে হবে বলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা আজ রায় দেন। আড়িয়াদহে এক মহিলার ওপর অত্যাচারের ছবি নিজের এক্স হ্যান্ডে সে পোস্ট করেছিলেন পৃথ্বিরাজ। এর প্রেক্ষিতে তাকে যে থানায় ডাকা হয়, সেখানে গ্রেফতার করা হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি সিনহা আজ আরও বলেন, হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া পৃথ্বিরাজকে গ্রেফতার করা যাবে না। তবে, সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, আদালত তদন্ত প্রক্রিয়ায় কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। এই ধরনের ভিডিও শেয়ার করার ফলেই হিংসা ছড়ায় বলে বিচারপতি মন্তব্য করেছেন।

oooooooooooooooooooooooo

কামারহাটি আড়িয়াদহ যেভাবে তৃণমূলের নেতা জয়ন্ত সিং আড়িয়াদহ জুড়ে যে অত্যাচার চালিয়েছে নারী শিশু নির্বেশেষে কাউকে বাদ দেয়নি।তার প্রতিবাদে আজ সন্ধ্যায় বিজেপির পক্ষ থেকে বেলঘড়িয়া পুলিশ স্টেশনে এক স্মারকলিপি দেওয়া দেওয়া হয়। তার আগে থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিজেপি মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলী সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিজিৎ বক্সী সহ জেলার দলীয় কর্মী, সমর্থকরা

oooooooooooooooo

তিনদিনের সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ মুম্বাই গেছেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, আগামীকাল তিনি শিবসেনা উদ্ধব গোষ্ঠীর প্রধান উদ্ধব ঠাকরে এবং এন সি পি নেতা সাংসদ শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সমাজবাদী পার্টির সভাপতি সাংসদ অখিলেশ যাদবের সঙ্গেও সাক্ষাতের ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পপতি মুকেশ আম্বানীর ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন।

oooooooooooooooooo

রাজ্যের চার বিধানসভার উপ-নির্বাচনে ৬৬ দশমিক নয় পাঁচ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে রায়গঞ্জে। সেখানে ভোটের হার ৭১ দশমিক নয় নয় শতাংশ।

এরপরেই রয়েছে রানাঘাট দক্ষিণ, ভোটের হার ৭০ দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ।

বাগদায় ৬৮ দশমিক চার চার এবং সব থেকে কম মানিকতলা কেন্দ্রে ৫৪ দশমিক নয় আট শতাংশ ভোট পড়েছে বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রের খবর।

এদিকে, রায়গঞ্জে গতকালের ভোটে শাসকদলের বিরুদ্ধে একাধিক বুথে ছাপ্পা ভোট, বুথ জ্যামের অভিযোগ তুলে আজ বাম – কংগ্রেস জোটের নেতা কর্মীরা শহরের ঘড়ি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ৪৭ নম্বর বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবরোধ তুলতে এসে নেতা কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা বাধে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

০০০০০০০০০০০০০০০

এদিকে,ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তপ্ত উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের মহারাজপুর গ্রাম। তৃণমূল কংগ্রেস বিরুদ্ধে বাম – কংগ্রেস জোটের পোলিং এজেন্টকে ব্যাপক মারধোরের অভিযোগ উঠেছে।

এর পাল্টা কংগ্রেসের পোলিং এজেন্টরা শাসক দলের ওপর হামলা চালায় বলেও অভিযোগ। দু-পক্ষের দু-জন সংঘর্ষে আহত হয়েছেন। তাদের রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০

লোকসভা নির্বাচনের ফলঘোষণার এক মাসেরও বেশি সময় পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাক্ষাৎ করেছেন। দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে আজ দুজনের মধ্যে প্রায় ৪৫ মিনিট কথাবার্তা হয়েছে বলে নিজের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন শ্রী অধিকারী। চোপড়া থেকে কামারহাটিকাণ্ড নিয়ে শাহকে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যে সব গণপিটুনির

ঘটনা সামনে এসেছে, তার ভিডিয়ো ফুটেজও শাহকে দিয়েছেন বলে বিরোধী দলনেতা জানান।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গেও দেখা করেছেন শুভেন্দু। রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার অভাবে পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশ থমকে গেছে বলে অভিযোগ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো অর্থের অপচয় হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে শ্রীমতি সীতারামনের দৃষ্টি আকর্ষন করতে বেশ কিছু নথিপত্রও জমা দেন।

oooooooooooooooooo

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ আজ ভারতীয় সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়াম পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি বিজয় স্মারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। দেশের প্রতি ভারতীয় সেনার সেবা,অবদান এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তাদের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সেনা অদম্য সাহসের সঙ্গে কাজ করছে। তাদের এই অবদান অনুকরণীয় এবং দেশ তাদের কাছে ঋণী। সরকার তাদের সব ধরনের সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এরপরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কলকাতা ময়দানে এনসিসি ইনস্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসি ডায়রেক্টরেটের এডিজি, এনসিসির আধিকারিক,প্রশিক্ষক এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। দেশ গঠনে এনসিসির ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। ভারতীয় সেনা,বিমান ও নৌ বাহিনীর ক্যাডেটরা যৌথভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনারে সম্মানিত করে। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের এনসিসির এডিজি মেজর জেনারেল

বিবেক ত্যাগী উভয় রাজ্যে এনসিসির প্রশিক্ষণ, অ্যাকাডেমির প্রয়োজনীয়তা সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন।

উল্লেখ্য, শ্রী শেঠ এর আগে গত সন্ধ্যায় কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিও পরিদর্শন করেন। সেখানে কারখানার কাজকর্ম, বর্তমান পরিস্থিতি,উৎপাদন ক্ষমতা,আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে বর্তমান প্রকল্প ও ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন।

০০০০০০০০০০০০০০০০০

বিজেপি অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,অগ্নিবীর প্রকল্প থেকে যারা আসবে তাদের কোন ধরনের সরকারি চাকরি ও সহায়তা দেওয়া হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী করেন নি। যে রাজ্য থেকে ৬৫ লক্ষের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে কাজ করতে গেছে,সেই রাজ্যে সেনাবাহিনী সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে। এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান ও আক্রমণ করেছেন। অগ্নিবীর প্রকল্পে বিজেপির সশস্ত্র ক্যাডার তৈরি হবে এবং তারা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে চৌকিদারের কাজ করবে বলে মন্তব্য করে ভারতীয় সেনার মর্যাদাকে আঘাত করা হয়েছে বলে শ্রী ভট্টাচার্য দাবি করেন।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

রাজ্য সরকার, আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় বকেয়া থাকা ৫৫ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে নির্দেশ দিয়েছে। জানা গেছে, অনুমোদন দেওয়ার পরেও দুই ২৪ পরগনা,পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ সহ

একাধিক জেলায় বেশ কয়েক হাজার বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাজ বকেয়া থাকার নিরিখে সবার উপরে রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। অবিলম্বে জেলাশাসকদের এই কাজ শেষ করতে হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে।

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বাজারে বাজারে টাস্কফোর্সের অভিযান শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারে আজ টাস্কফোর্স অভিযান চালায়। এই বাজার থেকেই দার্জিলিং, সিকিম ও শিলিগুড়ির ছোটো বড় প্রায় ১২৭-টি বাজারে কাঁচা সব্জি সরবরাহ হয়ে থাকে। প্রতিনিধিরা শাক সব্জি ও মাছের দামের তালিকা সংগ্রহ করেন।

কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে আজ অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্তের নেতৃত্বে টাস্কফোর্সের সদস্যরা খুচরো ও পাইকারি দামের তফাত খতিয়ে দেখেন।

এদিকে, টাস্ক ফোর্সের অভিযানের পরেই পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন বাজারে সব্জির দাম কিছুটা কমেছে। আজ তেঁতুলতলা ও রাণীগঞ্জ সহ একাধিক খুচরো ও পাইকারী বাজারে অভিযানে নামে জেলা টাস্কফোর্স। ব্যবসায়ী এবং ক্রেতাদের সংগে তাঁরা কথা বলেন। বেশি দাম নেওয়ায় একজন বিক্রেতা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন।

ক্রেতারা এই অভিযানে খুশি।

অন্যদিকে, সাধারণ মানুষকে সুলভ মূল্যে সব্জির যোগান দিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের উদ্যোগে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে খোলা হয়েছে ন্যায্য মূল্যের স্টল। জেলাশাসক কে রাধিকা আইয়ার জানিয়েছেন, গত বছরের বৃষ্টিতে জেলায় আলুর উৎপাদন হয় অর্ধেকেরও কম। এছাড়াও

অতিরিক্ত গরমে বিভিন্ন সব্জির ফলনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে এই মূল্যবৃদ্ধি। কেউ যাতে বে-আইনীভাবে আনাজপাতি মজুত করতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলেছেন, বর্ধমান-কালনা-কাটোয়া-গলসি সহ ৬-টি জায়গায় সুফল বাংলার মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার মাচানতলা, চকবাজার, নতুনগঞ্জ সহ বিভিন্ন বাজারে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়। আলু ও পেঁয়াজের আড়ৎদার ও বিক্রেতাদের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলেন আধিকারিকরা।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট, ব্যারাকপুর, মধ্যমগ্রাম ও সল্টলেকের সব্জি বাজারগুলিতেও অভিযান চালানো হয়।

এদিকে, সকালে কলকাতার **মানিকতলা বাজারে** টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের, মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার ক্রেতার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। পাইকারি আর খুচরো দামের মধ্যে এত ফারাক কেন, টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে জানতে চান। এরপর **কলেজ স্ট্রিট** বাজারে গিয়েও দরদাম খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ক্রেতাদের কেউ কেউ জানান, টাস্ক ফোর্স বাজারে অভিযান শুরু করার পর সব্জির দাম কিছুটা কমেছে ঠিকই, তবে বছরভর নজরদারি না থাকলে দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণের টাস্ক ফোর্সের এই তৎপরতাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী **সুকান্ত মজুমদার**। বছরভর এই তৎপরতা থাকেনা কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

(বাইট সুকান্ত)

অন্যদিকে, শাকসবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি তরফ থেকে

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট মোড়ে আজ বিক্ষোভ দেখানো হয়। সভাপতি প্রদীপ প্রসাদ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই লাগাতার মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এতদিন পর সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়াকে কটাক্ষ করেন তিনি। অভিযান চললেও শাক সব্জির দাম কিছুই কমেনি বলে তাঁর দাবী।

বিজেপি হাওড়া সদরের পক্ষ থেকেও হাওড়া মেট্রো স্টেশনের কাছে আজ দুপুর একটা থেকে ঘন্টা চারেক গণ অবস্থান করা হয়| শাকসবজির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয়ে নেতা কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

oooooooooooooooooooo

কেন্দ্রীয় হকার আইন অনুযায়ী উপযুক্ত পুনর্বাসন ও ন্যূনতম এক মাসের আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া হকার উচ্ছেদ বন্ধ, রাজ্যে কেন্দ্রীয় হকার আইন ২০১৪ চালু, সব হকারদের লাইসেন্স ও সচিত্র পরিচয় পত্র প্রদান এবং পুলিশী জুলুম বন্ধ করা সহ একাধিক দাবিতে হকারদের যৌথ মঞ্চের পক্ষে আজ কলকাতা পুরসভা অভিযান চালানো হয়। যৌথ মঞ্চের অন্তর্গত CITU, AITUC,TUCC, UTUC, AICCTU , INTUC র প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর করা এক স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম-এর হাতে।

পরে যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে অসিতাঙ্গ গাঙ্গুলী বলেন, কলকাতা পুরসভার তালিকাভুক্ত ও ভেন্ডিং সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হকারদের অনেকেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। অবিলম্বে এই উচ্ছেদ বন্ধ এবং উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুরনো জায়গায় বসতে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হকার উচ্ছেদ এক মাস বন্ধ রাখার কথা বললেও এই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে অসিতাঙ্গবাবু অভিযোগ করেন।

(বাইট – গাঙ্গুলী)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO